পরিকল্প নং -৩১১
তাতাওয়ারুল হায়াত (শিশু উন্নয়ন বীমা)

সন্তানের সংকটমুক্ত, স্বাচ্ছন্দময় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন সব বাবা-মারই কাম্য। এ লক্ষ্য নিয়ে অভিভাবকরা নিরলসভাবে চেষ্টা করে যান এবং যেন তার সন্তানকে ভবিষ্যতে কোনরকম আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু আপনার অবর্তমানে সন্তানের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পর্যবসিত হতে পারে। এ কথা চিন্তা করেই পরিকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে আপনার সন্তানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ পরিকল্পে যৌথভাবে মা/বাবা এবং সন্তানের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়।

সুবিধা সমূহ ঃ

১। **বীমা চলাকালীন সময়ে প্রিমিয়ামদাতার মৃত্যুতে,**

ক) তৎক্ষনাৎ পরিবারকে বীমা অংকের শতকরা ১০ ভাগ এককালীন প্রদান করা হবে।

খ) প্রতি মাসে বীমা অংকের শতকরা ১ ভাগ অর্থ ও পলিসির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যতদিন শিশু জীবিত ততদিন শিশুকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

গ) এ পরিকল্পের অধীনে ভবিষ্যতের সমস্ত প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যাবে।

ঘ) মেয়াদশেষে অর্জিত বোনাসসহ বীমা অংক প্রদান করা হবে।

২) **পলিসির মেয়াদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বীমার টাকা প্রদান করা হবে।**

শিশু মৃত্যুর সময় পলিসির মেয়াদ	প্রদেয় বীমা অংক
৬ মাসের কম	বীমা অংকের ২৫ %
৬-১২ মাসের কম	বীমা অংকের ৫০%
১২-২৪ মাসের কম	বীমা অংকের ৭৫%
২৪ মাসের বেশি	বীমা অংকের ১০০%

৩) **প্রিমিয়ামদাতা ও শিশু উভয়েই মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত জীবিত থাকলে, অর্জিত বোনাসসহ মূল বীমা অংক প্রদান করা হবে।**

প্রিমিয়ামদাতা অবশ্যই শিশুর পিতা হতে হবে। তবে পিতার অবর্তমানে মা উপার্জনক্ষম হলে তিনি প্রিমিয়ামদাতা হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রেই অবশ্যই মাতাকে উপার্জনের প্রয়োজনীয় কাগজ প্রদান করতে হবে। এ বীমার সাথে এডিবি, পিডিএবি নেয়া যাবে না। শিশুর সর্বোচ্চ বয়স দিতে হবে।